PRINT

সমকাল

এমপিওভুক্ত হবে এক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- অর্থমন্ত্রী

১১ ঘন্টা আগে

বিশেষ প্রতিনিধি

নির্বাচনের আগে সুখবর দিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। গতকাল রাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিদের সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের অর্থমন্ত্রী বলেছেন, অন্তত এক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে এমপিওভুক্ত করা হবে। এ জন্য আগামী বাজেটে বাড়তি বরাদ্দ দেওয়া হবে। শিগগিরই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন তিনি। একই সঙ্গে প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল ও মডেল স্কুল তৈরি করা হবে। এ ছাড়া দক্ষ মানবসম্পদ রফতানির লক্ষ্যে আরও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে সারাদেশে ২৬ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ৯ হাজার প্রতিষ্ঠান এর বাইরে আছে। সাংবাদিকদের অর্থমন্ত্রী বলেন, বৈঠকে উপস্থিত সব সাংসদই নির্বাচনের বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও করার বিষয়ে জোরালো দাবি করেন। তাদের দাবির যৌক্তিকতা আছে। ফলে এবার এমপিও দিতেই হবে। ৯ হাজার প্রতিষ্ঠান বাকি আছে। একসঙ্গে সবগুলো এমপিও করতে পারব না। তবে এক হাজারের মতো দেব। এর জন্য আগামী বাজেটে বেশি বরাদ্দ রাখা হবে।

বৈঠকে উপস্থিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেওয়া মোট বরাদ্দের ৬৬ শতাংশ অর্থ এমপিও খাতে ব্যয় হয়। চলতি বাজেটে ১৪ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। নতুন করে আরও এক হাজার প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হলে বাড়তি ৪ হাজার কোটি টাকা লাগবে। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, এমপিও করার বিষয়ে শর্ত নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। কেননা অর্থ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে যে নীতিমালা করেছে, তা গ্রহণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মুহিত আরও জানান, অনেক নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি টাকার নিজস্ব তহবিল আছে। ওই তহবিল কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

জানা যায়, সর্বশেষ ২০১০ সালে এমপিওভুক্তি দেওয়া হয়। এরপর থেকে প্রতি বছরই বিশেষ করে বাজেট ঘোষণার আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার জন্য চাপ দিয়ে আসছেন জনপ্রতিনিধিরা। কিন্তু বরাবরই এ বিষয়ে বিরোধিতা করেন অর্থমন্ত্রী। তার যুক্তি হচ্ছে- এমপিও করার নামে শিক্ষা খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় হয়। অর্থ অপচয় রোধে এখানে বড় ধরনের সংস্কার করতে হবে। কিন্তু একাদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে এবার চাপটা আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। এ ছাড়া নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও করার জন্য সারাদেশের শিক্ষকরাও আন্দোলন করছেন।

গতকাল রাতে প্রাক-বাজেট আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় সংসদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আফসারুল আমীন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবি তাজুল ইসলাম, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি নুরুল মজিদ মাহমুদ প্রমুখ।

বৈঠক সূত্র জানায়, জনপ্রতিনিধিরা এমপিও করার পাশাপাশি শিক্ষা খাতে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকটের কথা জানান তারা। জনপ্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন, এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যেসব অবকাঠামো তৈরি করা হয় তা খুবই নিম্নমানের। শিক্ষা খাতে অবকাঠামো তৈরিতে এক মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করেন তারা। সৌরবিদ্যুৎ তৈরিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান ইডকল বেশি টাকা নেয় বলে অভিযোগ করেন তারা। ব্যাংক সেবা জনগণের দুয়ারে পৌঁছে দিতে আরও বেশি শাখা খোলার পরামর্শ দেন। এ ছাড়া দক্ষ শ্রমশক্তি রফতানিতে আরও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুর প্রস্তাব করা হয়। জবাবে মুহিত বলেন, সব জেলাতে প্রশিক্ষণ সেন্টার করা হবে।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com